দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAR 2007
পৃষ্ঠা কলাম

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান তদারক করতে আসছে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

॥ নিজামুল হক নিজাম ॥

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান তদারক করতে শিগগিরই চালু হচ্ছে 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ'। আগামী এক মাসের মধ্যেই এ কাউন্সিলের আইন চূড়ান্ত করা হবে। এরপরই কাউন্সিল কাজ শুরু করবে। ইতিমধ্যে কাউন্সিলের আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। মে মাসের মধ্যেই আইন গেজেট আকারে প্রকাশ পাবে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নামে ব্যবসা মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা না মেনে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, নেই মানসম্মত লাইব্রেরি, নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। এদের নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরী বলে মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় (১২শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১৬শ পৃঃ পর)

মঞ্জুরি কমিশন। এ লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষার ২০ বছর মেয়াদি কর্মকৌশলের পাশাপাশি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আশু বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে কমিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। গত বুধবার এই প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আসাদুজ্জামান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশে শিক্ষার নামে প্রতারণা করছে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে কোনরকমে একটি ভবন ভাড়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় তাদের ক্যাম্পাস খুলে টাকার বিনিময়ে ডিগ্রি বিক্রি করছে। তারা দেশের শিক্ষার মানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, এ কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণার হাত থেকে দেশবাসী রক্ষা পাবে।

বহু আগেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কালো তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মঞ্জুরি কমিশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব ও প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছিল। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সরকারের সুসম্পর্ক থাকার কারণে তা আর বাস্তবে রূপ পায়নি। গত ৭ মার্চ শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউজিসির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক সভায় শিক্ষা উপদেষ্টা এক মাসের মধ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া আইন চূড়ান্ত করার জন্য ইউজিসিকে নির্দেশ দেন।

প্রস্তাবিত খসড়ায় ২১ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ৪ বছরের জন্য এর চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত দু'জন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন উপাচার্য, মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান মনোনীত কমিশনের দু'জন সদস্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন উপাচার্য, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মনোনীত দু'জন, প্রধানমন্ত্রী মনোনীত স্বীকৃত পেশাজীবী ও কর্মসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মিলিয়ে পাঁচজন সদস্য থাকবেন।

কাউন্সিলের কর্মপরিধি হবে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির একই প্রক্রিয়া ও মান বজায় রাখার ব্যবস্থা, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা এবং এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও একই গ্রেডে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মান মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণ। এছাড়া উত্তরপত্র মূল্যায়নে কমপক্ষে দু'জন পরীক্ষক মনোনয়ন এবং এদের একজনকে অবশ্যই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হতে হবে বলে প্রস্তাবিত আইনে উল্লেখ আছে।

খসড়া আইনে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা, ৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ট্রেজারার নিয়োগ ও ক্ষমতা এবং পরিষদের বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই এই কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং এজন্য ফি বাবদ ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এককালীন দিতে হবে। যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের মধ্যে কাউন্সিলে নিবন্ধন না করে তাহলে তার শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়া হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা পাসের সনদপত্র আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর বলে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হওয়ার পাশাপাশি সব শিক্ষার্থীকে ৩০০ টাকা ফি দিয়ে অবশ্যই কাউন্সিলের নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে নিবন্ধন করতে হবে। কাউন্সিলের নিবন্ধিত নয় এমন কোন শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাসের সনদপত্র প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাউন্সিল যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, সেহেতু এর একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকবে যার পরিমাণ হবে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা। দেশের শিক্ষাবিদরা মনে করেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নামে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।